দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 15 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

23

চিঠিপত্র

মাদ্রাসা বোর্ডে সিলেবাস প্রণয়নে জটিলতা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড চলতি বছর (১৯৯৪) এবতেদায়ী ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন পাঠ্য বই প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, তাতে প্রতি ক্লাসের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৮ জন লেখকের বইকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে কর্মকর্তা মহলের স্বার্থান্বেষী মনোভাব অথবা অপরিণামদর্শিতা বৈ কিছুই নয়, এবং এটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম ত্রুটি।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে সারা দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী একই বইয়ের মাধ্যমে সমান তালে গড়ে উঠছে, সেখানে এবতেদায়ী পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ৮টি করে বইকে অনুমোদন দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?

আর নিশ্চয় যে ৮টি করে বইকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, তার্তে সবগুলোর মান সমপর্যায়ের এবং সমুন্নত নয়। সেখানে বড়জোর ৩টি বইয়ের মান ভাল হতে পারে, তাহলে বাকী ৫টি খারাপ বা নিম্নমানের বই ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দেয়ার দায়-দায়িত্ব কাদের? আর এ ক্ষেত্রে আমরা কি এ কথা বলতে পারি না যে, কর্মকর্তারা ভাল-মন্দ নির্বাচনে ব্যর্থ।

এ ছাড়া যে ৮টি করে বইকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে সেগুলো কোনোটি কোনো এলাকার জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং যে প্রতিষ্ঠান যেটা খুশি গ্রহণ করতে পারবে। তাতে করে পরীক্ষার সময়ে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বা শিক্ষা সমিতিকে প্রতিটি বিষয়ের জন্যে ৮টি করে প্রশ্ন করতে হবে— যা রীতিমত বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

এতে আরও জানা গেছে, পুস্তক প্রকাশক লাইব্রেরীসমূহের লবিং এবং অনুরোধেই বোর্ড এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ৮টি করে বইকে অনুমোদন না দিয়ে বরং ৮ জনের সমন্বয়ে যৌথভাবে একটি যুগোপযোগী পাঠ্য বই রচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ প্রভূত উন্নতির যুগে এবতেদায়ী (মাদ্রাসা, প্রাথমিক) শিক্ষা ব্যবস্থার কেন এ দুর্দশা এবং এর পেছনে কাদের ষড়যন্ত্র রয়েছে তা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ দেশের শিক্ষিত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মুহাম্মাদ জামাল হোসাইন,
তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, ঢাকা।